'এবং মহুয়া '-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত
তালিকার অর্ন্তভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭,
বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২০ তম বর্ষ, ১০৮ সংখ্যা
জুলাই, ২০১৮

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ডা. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

CamScanner

ছোটো গল্পের বিষয় ও নির্মিতি : কল্লোলীয় কথাকার বুদ্ধদেব বসু

ড. তারাপদ বেরা

বাংলা সাহিত্যে কল্লোলীয় সাহিত্যিক হিসেবে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসুর শিশুকাল থেকেই কবিতার প্রতি ছিল প্রবল ভালোবাসা। মূলত কবি হলেও উপন্যাস, ছোটো গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা সাহিত্য ও রম্য রচনা সমস্ত দিকেই তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই সব্যসাচী মানুষটি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি 'কবিতা', 'প্রগতি ' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন।

কল্লোলীয় সাহিত্যিক গণের মূল লক্ষ্যই ছিল যা আছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। সর্বোতভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবকে অস্বীকার করা। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের রোমান্সের জগৎ থেকে সরে এসে 'রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা' সমেত গোটা মানুষের জীবনকে তুলে আনতে চাইলেন তাঁদের সাহিত্যে। তাঁরা ভাব জগত ছেড়ে চলে গেলেন 'অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়, নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে, কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্ত এলাকায়।' এই শ্রেণীর সাহিত্যিক গণের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসুও একই সরণিতে স্থান পেয়েছেন। তবে কল্লোলীয় যুগের লেখক হলেও বুদ্ধদেব বসুর গল্পের বিষয় ও নির্মিতিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কিভাবে ধরা পড়েছে তা এ প্রবন্ধে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অন্যান্য ছোটো গল্পকারদের মতো বুদ্ধদেব বসু গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিজের পরিচিত জগতের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের স্বতন্ত্র ভাবনা-চিন্তার উপর নির্ভর করেও যে সার্থক গল্প লেখা যায় সেটাই দেখিয়েছেন কথাকার। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের প্রেক্ষাপট মূলত শহর কলকাতা। তবে কোনো কোনো গল্পে ঢাকা কিংবা বিদেশের প্রেক্ষাপট থাকলেও তা নগণ্য। তাঁর গল্পে পল্লী সমাজ বা প্রকৃতির ভূমিকা প্রায় উপেক্ষিত। পরিচিত নগর জীবন থেকেই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি নির্বাচিত। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি ঘটনার বর্হিবিশ্লেষণের চেয়ে চরিত্রের মনোজগতের ক্রিয়াকলাপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে তাঁর গল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,–ক.আত্মভাবনামূলক, খ. বর্হিঘটনামূলক, গ. মিশ্ররীতির গল্প। এছাড়া রয়েছে ছোটোদের জন্য লেখা গল্পের সম্ভার।

বুদ্ধদেব বসুর কিছু কিছু গল্প আছে যেখানে বাইরের ঘটনার চেয়ে স্বগতোক্তি, মননশীলতা, বিশ্লেষণী পদ্ধতি প্রধান্য পেয়েছে। এই সমস্ত গল্পে চরিত্র নিজের আন্তর্জগতকে